

তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া

(শত কবিতায় বিশ্বাসের বয়ান)

মুজাহিদ শুভ (সম্পাদিত)



গার্ডিঘান

পা ব লি কেশ ন স

সূচিপত্র

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
০১.	আমাদের মিছিল	আল মাহমুদ	১৩
০২.	বখতিয়ারের ঘোড়া	আল মাহমুদ	১৫
০৩.	কদর রাতের প্রার্থনা	আল মাহমুদ	১৭
০৪.	দিগ্বিজয়ের ধ্বনি	আল মাহমুদ	২০
০৫.	প্রার্থনার ভাষা	আল মাহমুদ	২২
০৬.	নীল মসজিদের ইমাম	আল মাহমুদ	২৫
০৭.	আওলাদ	ফররুখ আহমেদ	২৭
০৮.	হে নিশান-বাহী	ফররুখ আহমেদ	৩১
০৯.	পাঞ্জেরি	ফররুখ আহমেদ	৩৪
১০.	সাত সাগরের মাঝি	ফররুখ আহমেদ	৩৬
১১.	এক আল্লাহ জিন্দাবাদ	কাজী নজরুল ইসলাম	৩৯
১২.	কাভারি হুঁশিয়ার	কাজী নজরুল ইসলাম	৪২
১৩.	ভয় করিও না, হে মানবাত্মা	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৪
১৪.	দুঃশাসনের রক্তপান	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৭
১৫.	একটি অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার	আসাদ বিন হাফিজ	৫১
১৬.	পাশ্চাত্যের লাশ	আসাদ বিন হাফিজ	৫৬
১৭.	একটি সম্পূর্ণ বিপ্লবের জন্য	শাকিল রিয়াজ	৬০
১৮.	সাদা গম্বুজ	মোশাররফ হোসেন খান	৬২
১৯.	জিহাদ	মোশাররফ হোসেন খান	৬৪
২০.	শহিদ	মোশাররফ হোসেন খান	৬৬
২১.	আরাধ্য কাফন	মোশাররফ হোসেন খান	৬৮
২২.	পূর্বলেখ	মোশাররফ হোসেন খান	৭০

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
২৩.	তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া	মোশাররফ হোসেন খান	৭২
২৪.	কীর্তদাসের চোখ	মোশাররফ হোসেন খান	৭৩
২৫.	ভয়ের বরফ যুগ	ফজলুল হক তুহিন	৭৫
২৬.	প্রতিদিন একটি মৃত্যুর ঘ্রাণ	ফজলুল হক তুহিন	৭৭
২৭.	সাহসের ছিন্নমুকুল	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	৭৮
২৮.	মরতেই হচ্ছে যখন	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	৮০
২৯.	আমিই ইমাম	আহমদ বাসির	৮২
৩০.	অনেক বিজয় এসেছে আবার	মতিউর রহমান মল্লিক	৮৪
৩১.	তবুও আকাশে চাঁদ	মতিউর রহমান মল্লিক	৮৬
৩২.	কাফেলা	মতিউর রহমান মল্লিক	৯০
৩৩.	তুমি কি এখন	মতিউর রহমান মল্লিক	৯১
৩৪.	একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্য	মতিউর রহমান মল্লিক	৯৪
৩৫.	মনজিল কত দূরে	মতিউর রহমান মল্লিক	৯৫
৩৬.	চোখের বিরুদ্ধে চোখ	জাকির আবু জাফর	১০০
৩৭.	স্বপ্ন অথবা স্বপ্নতুল্য মন	জাকির আবু জাফর	১০২
৩৮.	আরব্য প্রান্তর	ওয়াসিম রহমান সানী	১০৩
৩৯.	কাবার ইমাম আপনি জাগুন	মুহিব খান	১০৪
৪০.	মৌলবাদী	মুহিব খান	১০৭
৪১.	অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবীটা	আল মুজাহিদী	১০৯
৪২.	তুমিই আনন্দ	জালালউদ্দিন রুমি	১১১
৪৩.	আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম	সাইফ আলি	১১৪
৪৪.	আযান	কায়কোবাদ	১১৫
৪৫.	অস্থিরতা	শাহীনা পারভীন শিমু	১১৭
৪৬.	শ্বাশ্বত বিজয়	শাহীনা পারভীন শিমু	১১৯
৪৭.	অনিবার্য ফুসে ওঠা	শাহীনা পারভীন শিমু	১২১
৪৮.	তারেকের দুআ	আল্লামা ইকবাল	১২২

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
৪৯.	আমার মৃত্যু সংবাদ	আমিরুল মোমেনীন মানিক	১২৩
৫০.	যুদ্ধ	আফসার নিজাম	১২৬
৫১.	ইবাদতগুলি প্রার্থনাগুলি	আবদুল হাই শিকদার	১৩০
৫২.	আমার নামাজ	আবদুল হাই শিকদার	১৩৪
৫৩.	অমিয়তম	আবদুল হাই শিকদার	১৩৬
৫৪.	লানত	আবদুল হাই শিকদার	১৩৮
৫৫.	নতুন হোসেন নব কারবালা	আবদুল হাই শিকদার	১৪১
৫৬.	আলোকিত অতীত	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৩
৫৭.	হে দ্রুতগামী	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৪
৫৮.	অঙ্গীকার	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৬
৫৯.	ঝড়ের রাত্রে	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৮
৬০.	যুদ্ধের কোরাস	নূরুর রহমান বাচ্চু	১৫০
৬১.	স্বপ্ন বিশ্বাসের ডানা	চৌধুরী গোলাম মওলা	১৫২
৬২.	শব্দগুলো একান্ত আমাদের হোক	চৌধুরী গোলাম মওলা	১৫৫
৬৩.	যে জয়লাভ করে	সৈয়দ আলী আহসান	১৫৭
৬৪.	ফিলিস্তিনি এক যুদ্ধাহতের রোজনামা	মাহমুদ দারবিশ	১৬০
৬৫.	শহিদেরা যখন ঘুমোতে যায়	মাহমুদ দারবিশ	১৬৩
৬৬.	মানুষ প্রসঙ্গ	মাহমুদ দারবিশ	১৬৪
৬৭.	পরিচয়পত্র	মাহমুদ দারবিশ	১৬৫
৬৮.	সদরুদ্দীন	ফরহাদ মজহার	১৬৮
৬৯.	মানস সরোবর	ফরহাদ মজহার	১৭০
৭০.	মৃত্যু	আহসান হাবীব	১৭৩
৭১.	আগুন	আহসান হাবীব	১৭৪
৭২.	সেই অস্ত্র	আহসান হাবীব	১৭৫
৭৩.	মিছিলে অনেক মুখ	আহসান হাবীব	১৭৭
৭৪.	শহীদদের প্রতি	আসাদ চৌধুরী	১৭৯

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
৭৫.	বিশুদ্ধ ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত	আসাদ চৌধুরী	১৮০
৭৬.	শান্তির শেষ শ্বেত কবুতর	সায়ীদ আবুবকর	১৮১
৭৭.	যুদ্ধই জীবন	সায়ীদ আবুবকর	১৮৩
৭৮.	জীবন জিন্দাবাদ	সায়ীদ আবুবকর	১৮৪
৭৯.	ঘুম	সায়ীদ আবুবকর	১৮৫
৮০.	কুয়াশার ডুবে আছে নদীগণ	জাহাঙ্গীর ফিরোজ	১৮৬
৮১.	দুয়ারে ঘোড়া প্রস্তুত	হাসান আলীম	১৮৮
৮২.	অমরত্বের সঙ্গীত	মোরশেদা হক পাপিয়া	১৮৯
৮৩.	নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়	হেলাল হাফিজ	১৯১
৮৪.	এখানে আকাশ	গাজী এনামুল হক	১৯২
৮৫.	প্রেরণার প্রজ্জ্বলিত বাতিঘর	আবুল আলা মাসুম	১৯৩
৮৬.	আলোর পতাকা	এমদাদুল হক নূর	১৯৫
৮৭.	যে কথা না বললেই নয়	গুন্টার গ্রাস	১৯৭
৮৮.	ভালো থাকা বাধ্যতামূলক	বান্দা হাফিজ	২০০
৮৯.	সোনালি মঞ্জিল	সিরাজুল ইসলাম	২০৩
৯০.	শাহাদাতের বসন্তকাল	নাসীর মাহমুদ	২০৫
৯২.	আজ রাত বিপ্লবের	শাহ মোহাম্মদ ফাহিম	২০৯
৯৩.	যোদ্ধা বাবার ছেলে	আবিদ আজম	২১০
৯৪.	তোমার ভস্মস্তুপের ভেতর থেকে	রেজাউদ্দীন স্টালিন	২১৩
৯৫.	উপমহাদেশ, কাশ্মীর	রেজাউদ্দীন স্টালিন	২১৫
৯৬.	লড়াই ঘোষণা	সোলায়মান আহসান	২১৭
৯৭.	বিশ শতকের ইশতেহার	সোলায়মান আহসান	২১৮
৮৮.	অপেক্ষার গ্রহর	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২২১
৯৯.	টিপু সুলতানের অসিয়ত	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২২৩
১০০.	এপিসল-১	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২২৪

কাভারি হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লজ্জিতে হবে রাত্রি- নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জায়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার!!

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সাল্তীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার!!

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরন,
কাভারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
‘হিন্দু না ওরা মুসলিম?’ ওই জিভ্রাসে কোন জন?
কাভারি! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র!

গিরি-সংকট, ভীরা যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাভারি! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
‘করে হানাহানি, তবু চলো টানি’, নিয়াছ যে মহাভার!

কাভারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, কাভারি হুঁশিয়ার!

একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য

শাকিল রিয়াজ

মহিমাম্বিত মরণভূমির উচ্ছ্বাস কুড়িয়ে নিয়ে
পৃথিবীর গলায় পরাবো বলে
রক্তে রক্তে এক উতফুল্ল মালা গেঁথেছি।

রাসূল, তুমি মাথা নোয়াতে নির্দেশ দাও
কয়েক ফোঁটা অনির্বাণ আলো মাত্র
ঢেলে দিতে চাই এই আহত পৃথিবীকে
এই দুঃস্বপ্নের সময়কে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে
পবিত্র চৈতন্য কাঁধে নিয়ে যেন
ঠিক ঠিক পৃথিবীকে নিয়ে যেতে পারি
তোমার স্নিগ্ধ যুগারঙে।

রাসূল, সেখানে আমাদের নিয়ে
ঘুরে বেড়াবে কি ঠিক আগের মত?
প্রতিটি ভ্রান্ত ঠোঁটের কাঁপনে
তুমি কি পড়াবে না ফুলেল বাণী?
আমাদের পৃথিবীতে এখন বাণীর খুব প্রয়োজন
জানি একবারই মাত্র তোমার শুদ্ধতা ঢেলেছিলে
বিনষ্ট বিশ্বাসের ভস্মাবশেষে
আজ সেই মতে পৃথিবী প্লাবন হবে না আবার?
এই নিকানো চক্রবালের ক্ষতবিক্ষত সিথানে
শুদ্ধতম শাসনতন্ত্র ফোটাতে না কোনদিন ফুল?

আমরা, তোমার অনুসারীরা
অতল অন্ধকারের কানে কানে
অপরাহ্নের ধোয়াকার মানচিত্রে
ব্যক্তিগত অবিশ্বাসের পাটাতনে
গহ্বরের গোলক ধাঁধায়
জীবনের পৌত্তলিক প্রলুপ্তে
রক্ত থেকে রক্তান্তরে
তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি।

চেয়ে দেখো হে রাসূল
একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য
আমরা কতকাল ধরে কেঁদে চলেছি।

পূর্বলেখ

মোশাররফ হোসেন খান

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো রমণী
প্রসব করে বসে হিংস্র শাবক
যদি কোনো শিকারি কৃষকের গান ভুলে
যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে তাক করে বসে
পাপিষ্ঠ বুক
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো শিশু
খেলনা পিস্তল ছুঁয়ে শপথ নিয়ে বসে
যদি কোনো যুবক ভুলে যায় যুদ্ধের নেশায়
পত্নীর গালে চুমো দিতে
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো কিশোর
কঠিন অঙ্গীকারে ছেড়ে যায় মায়ের কোল
যদি কোনো বৃদ্ধ তুলে নেয় হ্যামিলনের বাঁশী
কিংবা কোনো অগ্নিপুরুষ যদি জ্বালিয়ে দেয়
জালিমের ঘর-দোর
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো পিশাচ
সম্ভাব্য দাঙ্গা থেকে মুক্তি পেতে পান করে বসে
হেমলকের পেয়ালা
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতার গোলক থেকে যদি
ছিটকে পড়ে কোন আগুনের শব্দপিণ্ড
আর তাতে যদি ভস্মিভূত হয়ে যায়
তাবৎ পৃথিবী
তবে আমার কী দোষ, কী দোষ?

তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া

মোশাররফ হোসেন খান

এখনো ঘুমিয়ে আছো? জেগে উঠো সাহসী তরুণ
আঁধার চৌচির করে ছিঁড়ে আনো নবীন অরুণ।
তোমাদের পদক্ষেপ হোক সুকঠিন দৃঢ় শিলা
বক্ষ হোক টান টান একেকটি ধনুকের ছিলা।

চেয়ে দেখো কারা যায় স্বপ্নের মিছিল নিয়ে দূরে
আকাশ বাতাস মুখরিত আজ তাদেরই কণ্ঠসুরে।
কেউ বলে লাভাস্তূপ কেউ বলে সাহসের গতি
কেউ বলে ছুটেছে তুরকি ঘোড়া, কেউ বলে জ্যোতি।

সাগর মথিত করে তুমিও তাদের সাথী হও
মুক্তির মিছিলে তুমিও যুবক জাগ্রত সদা রও।
ফুঁসেছে জোয়ার কে রুখবে আর
এবার জাগাও ঘুমের পাড়া,
দরিয়ার বুকে আঘাত হানো বারবার
তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া।

ছিঁড়ে যাক পাল ভেঙে যাক হাল আসুক তমসা ঘোর
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দিয়ে তবু আনতেই হবে নতুন ভোর।

প্রতিদিন একটি মৃত্যুর ঘ্রাণ

ফজলুল হক তুহিন

প্রতিদিন একটি মৃত্যুর ঘ্রাণ আচ্ছন্ন আবেগী করে আমাদের প্রাণ
 প্রতিদিন আমার মা পুত্রশোকে দিনরাত বিলাপের সুরে
 রোদনের বসন্ত হৃদয়ে ডেকে নিয়ে আসে
 সারাক্ষণ বাবা হু হু শব্দে ক্রন্দনের ঢেউ তুলে আছড়ে পড়েন ছত্রখান হয়ে
 বড়োভাই মৃত্যুর শঙ্কায় শোকে মাথা নিচু করতে করতে এখন গুহাবাসী
 বোনেরা স্মৃতির রংধনু মেখে শ্রাবণের ধারা চোখে ভাসায় ঝরায় রোজ
 প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বিধবা মানবী রক্তজবা স্মৃতির প্রবাহে ভেসে চলে
 আনন্দ উচ্ছ্বাস সুখশিহরণ অভিমান খুনসুটি
 বেদনাহতাশা ভয়শঙ্কা আর স্বপ্নের জগতে
 আর কষ্টের কান্নায় চোখ দুটি হয়ে গেছে মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত
 প্রতিদিন অবুজ সবুজ সন্তানেরা অলীক আশায় মিথ্যা আশ্বাসের মোহে
 চেয়ে থাকে ঘরে বারান্দায় জানালায় বাগানে অন্তরে পথে পথে
 আব্বু আসবে ভালোবাসবে আবদারে চুমোয় ভরিয়ে দেবে তৃষাতুর গাল ।

মায়ের আদরে গল্পে ওরা একসময় ঘুমিয়ে পড়ে
 শুধু স্বপ্নে ঘুড়ি ওড়ায় আকাশে আকাশে বাবার সাথে
 তাই মাকে বায়না ধরে ওরা রোজ ঘুড়ি ওড়াবে আকাশে সকাল বিকাল
 স্বজনেরা বন্ধুরা এখনো বিস্ময়ের বানে শোকে পাথরের মতো হতবাক
 প্রতিদিন একটি মৃত্যুর গন্ধময় আবহ সবার হৃদয়ে নিয়ে আসে ফোঁরাতের বাঁক ।

আমিই কেবল শোকহীন অশ্রুহীন
 কেননা, আমার হাতে লেগে আছে ঘাতকের বুলেটে নিহত ভাইয়ের তাজা রক্ত
 আমার হৃদয় পলাশের মতো জেগে আছে অন্যায় হত্যার প্রতিশোধে
 আমার প্রতিটি রক্তকণা সারাক্ষণ বঙ্গোপসাগর হয়ে গর্জে ওঠে ক্রোধে ।

মৃত্যুভয় ভুলে আমি নিজেই হয়েছি ঘাতকের উদ্ধত সঙ্গিন
 পৃথিবীতে পলির মতন জমা হয়ে আছে শহিদের অনিঃশেষ ঋণ ।

একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্য

মতিউর রহমান মল্লিক

একটি ধ্রুপদ বিজয় আমার ভেতরে আগুনের মতো উসকে দিয়েছে
অনেক অনেক ধ্রুব বিজয়ের নেশাগ্রস্ততা
অথবা নেশারও অধিক এক উদগ্র অতৃপ্তি
তা ছাড়া আমার কেবলই মনে হয় যে
একটি ধ্রুপদ বিজয়ই প্রথম বিজয় নয় কিম্বা শেষ বিজয়ও হতে পারে না

প্রভাত কি একবারই হয়?
সূর্য কি একবারই ওঠে?
জোয়ার কি একবারই আসে?
মূলত একটি অকাট্য বিজয় মানে হচ্ছে অসংখ্য বিজয়ের নাম-ভূমিকা
না হয় তারও আগের শুদ্ধতম পরিকল্পনাসমূহের একেকটি অবিশ্রান্ত খসড়া
যেমন কোথাও যেতে হলে মানচিত্রের খুবই দরকার হয়ে পড়ে
তার মানে এই নয় যে ইতিহাসের একেবারেই কোনো প্রয়োজন নেই

বিভীষণ কিম্বা মিরজাফরের কথা সম্পূর্ণ আলাদা
অর্থাৎ তারাও তাদেরও সাঙ্গাতদের নিয়ে
একদা উপদ্রুত উৎসবে মেতে উঠেছিল

বস্তুত একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্যে এখন আমি
এক সিরাজুদ্দৌলা ছাড়া আর কাউকেই সহ্য করতে পারছি না।

মৌলবাদী

মুহিব খান

মুসলমানের রক্তে লেখা মৌলবাদের নাম
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

মোদের কণ্ঠে কোরান, বক্ষে ঈমান সত্য-নিরঙ্কুশ।
আর শিরায় শিরায় টগবগে খুন, নওজোয়ানির জোশ।
যাই ভেঙে যাই সামনে যা পাই
রক্ত ঢেলে তখত কাঁপাই
দ্বীনের তরে অকাতরে ভাই দিই কলিজার ঘাম।
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

মোদের ঘুম ভেঙেছে ভাঙবে এবার অন্য সবার নিদ।
হায়দারি হাঁক হাঁকবে আবার জাগবে মুজাহিদ।
আয় বে-খবর আয় ছুটে আজ
কণ্ঠে নিয়ে হকের আওয়াজ
রক্ত পিয়ে, রক্ত দিয়ে চাই হতে শহিদ।

আজ আল-জেহাদের ঝড় উঠেছে সকল রণাঙ্গনে।
সেই ঝড়েই মোদের ডর ভেঙেছে ঢেউ লেগেছে খুনে।
নাস্তিকতার উপড়ে শিকড়
বিশ্ব জমিন দেবোই বুনে পাক ইলাহির নাম।
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

মোরা অগ্নিগিরির তপ্ত লাভা রুখবে সাধ্য কার?
আজ রুখতে আগুন চাইবে যে-জন সেই হবে ছারখার!
সত্য ন্যায়ের আসবে জোয়ার
মিথ্যাচারের ভাঙবে দুয়ার
নৈতিকতার ঝড় তুফানে সব হবে চুরমার।

এই শহিদ-গাজির বাংলা ছেড়ে নাস্তিকেরা ভাগো।
আজ দিন বদলের দিন এসেছে মোল্লারা সব জাগো।

গর্জে উঠো বীরের জাতি
সইবো না আর দ্বীনের ক্ষতি
মৌলবাদের নাম ভেঙে আর চলবে না বদনাম।
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম

সাইফ আলি

বেলা বাড়ার সাথে সাথেই আমরা কেমন অধৈর্য হয়ে যাই
 আমাদের নিঃশ্বাসগুলো দ্রুততর হয়ে ওঠে;
 আমরা ভাবি, এই বুঝি সূর্য ডুবে যাবে,
 অন্ধকারে নিপতিত হবে আমাদের সমস্ত আশার শিশুরা।
 আমরা অস্থির হয়ে দীপ জ্বালি,
 অসংখ্য দীপ,
 কিন্তু তাতে অন্ধকারে কাটে না
 বরং শিখা থেকে চোখ তুলে নিতেই নিকষ অন্ধকারে ডুবে যাই মুহূর্তেই!
 আমরা কি জানি, আমাদের চোখ কতবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলে জ্বলে দেয় নিজস্ব জ্যোতি?
 বেলা তো গড়াবেই,
 সূর্য তো অস্ত যাবে বলেই উদিত হয়;
 যদি রাত্রি না নামতো আমরা কি পেতাম চন্দ্রভ্রমণের অপার মুগ্ধতা,
 আমরা কি কোনোদিন অন্ধকার ছাড়া জোনাকির অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি?
 না, এ অন্ধকার আমাদের কাম্য ছিল;
 আমরা তো অন্ধকারেই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলাম।
 সূর্য ডুবে যাবে এটা কোনো বড়ো বিষয় না;
 আসল বিষয় হলো রাত পোহাতেই মুয়াজ্জিনের
 কণ্ঠে শুনতে পাবো-
 আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম।

শাশ্বত বিজয় শাহীনা পারভীন শিমু

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সাথে
মাঝি মাঝার দুরন্ত সাহস যেমন
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দিনাতিপাত করে
আমরাও কি এক দুর্বোদ্ধ বলয়ে যেন
ঘুরপাক খেয়ে চলেছি।

বিদ্রোহের ফনা তুলে বিষ ছড়াচ্ছে
মানুষরূপি কতগুলো কালসাপ
কী বীভৎস ওদের অন্তরগুলো!!
রক্তের নেশায় এদিক-ওদিক ছোবল দিয়ে চলেছে ওরা
ওরা পৃথিবীকে বানাতে চায় ধ্বংসপুরী
আমরা যতই নিরাপদ নগরীর স্বপ্নজাল বুনি
ওরা তাতে ঢেলে দেয় বিষাক্ত কালো ধোঁয়া,
আর, লাশের গন্ধ
আমরা যতই আলোর ঝিলিক বিলাতে চাই
ওরা নিয়ে আসে কুৎসিত কৃষ্ণপক্ষ।

তবু আমি বিশ্বাসী
দাঁড়িয়েছি আশার সুতোয় বুনানো শীতল জায়নামাজে
সিজদার মগ্নতায় এটে দিয়েছি
পবিত্র পৃথিবীর সাধ

তাইতো,
ঠিক বুঝতে পারি
অমাবস্যার তমশা ভেদ করে
বখতিয়ারের তলোয়ার দিয়ে যাবে
সত্যের শাশ্বত বিজয়।

অনিবার্য ফুসে ওঠা

শাহীনা পারভীন শিমু

তুমুল তিমির নেমে এলে
দুর্গ অন্তরগুলো বিস্ফোরিত হলে
দাঁতালো জানোয়ারের ভয়ে আর কেউ লুকিয়ে
থাকে না কোথাও
তখন শুধু প্রতিরোধ,
সমস্ত শিকল কচলে প্রশস্ত সিনার ভেতরে
দুর্বীর অস্তিত্বের সুঠাম প্রকাশ,
শোষণের রক্তে রক্তে ঠেসে দাও মৃত্যুহীন মৃত্যুর প্রতীজ্ঞা।

আর,
নারী, তুমি তার আঙ্গিন টেনে ধোরো না,
মা, তোমার খোকাকে সাজিয়ে দাও,
বোন, তুমি প্রস্তুত হও বিরতিহীন প্রার্থনার
জায়নামাজ হাতে,
অথবা কলম ধরো দৃঢ় প্রত্যয়ে।

তারেকের দুআ

আল্লামা ইকবাল

(স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহসালার তারেকের প্রার্থনা)

এরা গাজি-এরা রহস্যজ্ঞানী বান্দা যে মহাবীর
যাদের ওপর দিলে তুমি খোদা শুভাশীষ খোদায়ীর।
সাগর, সাহারা যাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে দুই ভাগে,
শিলা শিহরায়, পাহাড় চূড়ায় ভয়ের নিশানা জাগে,
দুই আলমের বাজুবন্দ ছেড়ে বে-গানা করে যে দিল,
একী তার স্বাদ খুলে যায় যবে ইশকের ঝিলমিল!

ঈমানদারের চরম বাসনা, লক্ষ্য যে শাহাদত,
দুনিয়া বিজয় শেষ চাওয়া নয়, চায় না সে গণিমত।
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী প্রতীক্ষমালা লা'লা
রক্তাভরণ চেয়েছে আরবি শহিদের লহু ঢালা!

এ মরুবাসীকে করেছ একক বিরাট শক্তিবলে,
ভোরের আজানে, প্রভাতের টানে, চেতনা বহ্নিতলে,
ছিল অচেতন যে জীবন এই শতকের ঘুমঘোরে
নতুন চেতনা ফিরে এলো তার অজানা এ বাহু ডোরে।
হৃদয়ের দ্বার খুলিবার মতো অপরূপ মনে হয়,
মরণ আজিকে তাই কারু চোখে চরম মৃত্যু নয়।

মুসলমানের দিল তুমি আজ আবার জিন্দা করো,
'ভয় নাই'- এই অভয় বাণীর বিজলি মশাল ধরো,
প্রতি হৃদয়ের সংকল্পের রূপ দাও দৃঢ়তার;
সব মুমিনের দৃষ্টিকে তুমি করো আজ তলওয়ার।

হে দ্রুতগামী

গোলাম মোহাম্মদ

যুবক, উঁচু মাথা খোলা তলোয়ার!
আল্লার রং যে তোমাকেই মানায়

তোমার গরান কাঠের মতো বাহুতে
যদি ফসলের মাঠের মতো পতাকা উড়তে থাকে
যদি এগিয়ে চলার মিছিলে ফেটে পড়ে তোমার বজ্রের মতো শ্লোগান
বৈশাখের ঝড়ের মতো ধেয়ে চলা নৃত্যে কেঁপে উঠে গ্রহলোক
গ্রাম গ্রাম মানুষ চেতনায় নতুন সূর্য উঠাবে না?

দুর্গন্ধ ঘৃণার নীচে কেন তুমি ডুবে যাবে!
এই আলোর নদীতে এসো, হাল ধর দূর যাত্রায়
শোভিত সময়ের শিমুল পলাশ।
জান্নাতের সুঘ্রাণে ভরে তোলো আকাশ-বাতাস
চোখ জুড়ানো সূর্যমুখীর মতো হাজার কণ্ঠে গেয়ে উঠো
সুন্দরের মহান কোরাস।

এই পলি বাঙলায় হিজল তমালের মাটিতে
তোমার বিশ্বাসের ফুল তুলে ধরো, চন্দ্রতারা
তোমাদের ধর্ম ক্লান্ত পেশি থেকে ছুটে আসুক আল্লার জিকির।
হোসেন-এর মতো উজ্জ্বল করো মুখাচ্ছবি
ছিনায় ফুঁকে নাও আয়াতুল কুরসির অমর সাহস
সিংহের বিক্রমে উচ্চারণ করো বিশ্বাসের পঙ্ক্তিমাল্য।

সালাহউদ্দীনকে তুমি মনে করতে পারো না!
খালিদের মতো বিজয় তুমি লিখে আনো তরতাজা কপাল ভরে
তুমি যুবক! উন্নতশির খোলা তলোয়ার
আল্লার রং তা যে তোমাকেই মানায়।

মৃত্যু

আহসান হাবীব

কোনো কোনো মৃত্যু এসে রেখে যায় নতুন স্বাক্ষর ।
এই মৃত্যু রেখে যায় জীবনের মুক্ত পরিসর ।
ক্ষীণকণ্ঠ জীবনেরে এই মৃত্যু করে কুণ্ঠাহীন ।
এই মৃত্যু নিয়ে আসে অকুতোভয়ের সেই দিন
ভীরু চিন্তে ।

ভালোবেসে এই মৃত্যু খড়গাঘাত করে
স্বপ্ন আর পলায়নে জীবনের নির্লজ্জ প্রহরে ।

কোনো কোনো মৃত্যু এসে হানা দেয় ঘুমের নগরে,
জীবনের উন্মাদনা দিয়ে যায় প্রতি ঘরে ঘরে,
রেখে যায় পদচিহ্ন । চেতনার অনিবার্ণ দাহ
জেলে দিয়ে যায় চিন্তে, জাগে কোনো নতুন প্রবাহ—
ভেসে যায় সে-প্রবাহে একক অথর্ব জীবনের
দুস্তর দুঃসহ বাঁধা ।
এক স্বপ্ন সহস্রজনের ।

এই মৃত্যু পথে পথে রেখে যায় মৃত্যুহীন নাম,
এই মৃত্যু রেখে যায় মুক্তপ্রাণ কঠিন সংগ্রাম
সম্ভবদ্ধ জীবনের ।
বেগবান প্রাণবান দিন
দেখা দেয় দুর্গ শিরে ।
অতঃপর নির্ভীক নবীন
প্রত্যয়ের প্রতিজ্ঞার এক সূর্য অকুণ্ঠ আত্মায়
বহিমান হয়ে উঠে অবরুদ্ধ আকাশের গায় ।

যুদ্ধই জীবন

সায়ীদ আবুবকর

ক্ষুধার বিরুদ্ধে যারা

মৃত্যুর বিরুদ্ধে যারা

বর্গীর বিরুদ্ধে যারা

ধরে তরবারি

আমিও তাদের সাথে আজ যুদ্ধে যেতে পারি

যেসব শূকর আজ সভ্যতার খেতে ঢুকে তছনছ করে যায় প্রাণের ফসল

যেসব শেয়াল আজ কষ্টের কবর খুঁড়ে চেটেচুটে খেয়ে যায় স্বজনের লাশ

যেসব শকুন আজ হৃদয়ের মানচিত্র খামচে ধরে বাসি পচা গণতন্ত্রের গান গায়

তাদের বিরুদ্ধে যারা

তাদের আত্মসি হাতের বিরুদ্ধে যারা

তোলে ক্ষুর হাত

আমিও তাদের সাথে ঘরদোর ছেড়ে নিশ্চিন্তে নির্ঘাত

চলে যেতে পারি চিরতরে

আমারও হৃদয় আজ যুদ্ধ যুদ্ধ বলে হাহাকার করে

আমারও হৃদয় আজ যুদ্ধ যুদ্ধ বলে অ্যাটোমের মতো কেটে ফেটে পড়ে

যুদ্ধই তো জীবন বস্তুত; বাকি সবই মরে থাকা

সে-নদীই সেরা নদী, গতি যার আঁকাবাঁকা

নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়

হেলাল হাফিজ

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
মিছিলের সব হাত
কণ্ঠ
পা এক নয়।

সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,
কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার।
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার
শাস্ত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে
অবশ্য আসতে হয় মাঝেমাঝে
অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে,
কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনি হতে হয়।

যদি কেউ ভালোবেসে খুনি হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রেরণার প্রজ্জ্বলিত বাতিঘর

আবুল আলা মাসুম

মানবিকতার সকল পর্দা ছিঁড়ে ফেলে
পৈশাচিক উল্লাসে তুমি যাকে হত্যা
মনে করো আমার কাছে তাই শাহাদাত।
মৃত্যুকে শেষ গন্তব্য জেনে হত্যা করতে
আসো আমায়! অথচ শাহাদাত
আমার জান্নাত গৃহের প্রথম আহ্বান
বলে আমি শাহাদাত খুঁজি অহর্নিশ।

সে আহ্বান পেতেই আমার
নিরন্তর ছুটে চলা। বদর থেকে
উহুদ-আজনাদিন হয়ে লিনউড
ইসলামিক সেন্টার মাসজিদ।

মুসলিম আদর্শের উপমা হলো এক
জলন্ত প্রদীপ যার থেকে প্রদীপ্ত হয়
আঁধার ঢাকা লক্ষ প্রদীপ সলতে
নেভাতে গেলে তা হয়ে উঠে মুকুলিত বন।

শহিদের প্রতিটি রক্ত কণিকার নীরব
বিপ্লব ফসল; ফুটে উঠে প্রাণে প্রাণে
কালেমার সুবাসিত ফুল।

তুমি কজনকে হত্যা করবে বন্ধু!
আদর্শ হত্যা করা যায় না।

মৃত্যুকে যারা শাহাদাত বলে খুজে
ফেরে তাদের হত্যা করে কেউ বিজয়ী
হতে পারেনি কখনো। তাঁর প্রাণ
নির্যাস নিসৃত আদর্শিক বাণী বয়ে
নেয় অগণিত প্রাণ। তুমি মূলত সেই
কালেমার সুবাসিত ফুলের বাগানের
বীজ বপন করেছ!

শহিদের প্রশান্ত হাসি আমার প্রেরণার
প্রজ্জ্বলিত বাতিঘর। তুমি এবারো
হেরে গেলে বন্ধু!

শাহাদাতের বসন্তকাল

নাসীর মাহমুদ

এখন শাহাদাতের বসন্তকাল
আল্লাহর জমিন তাঁরই রক্তে লাল
প্রকৃতির আবহাওয়ায় বসন্তের আয়ু ক্ষণিকের
সেও আবার রকমফের এই বিশ্ব-ভূগোলের।

শাহাদাতের বসন্তকাল বিশ্বব্যাপী অভিন্ন, অপরিবর্তমান
কেননা, এই রক্তিম ঋতুটি এনেছে পবিত্র আল কুরআন
কুরআনের ঋতুর নেই কোনো ভৌগলিক সীমা
যেখানেই আসবে ঋতু সেখানেই ছড়াবে রক্তিম পূর্ণিমা।

শাহাদাতের পূর্ণিমায় যারা সিক্ত হতে চান
ভূগোলের সীমা ছেড়ে বসন্ত বিলাসে যান
বাংলা, গাজা, কায়রো এখন বসন্তের জ্যোৎস্নায় ভরা
শাহাদাতের পেয়ালাগুলো কেমন রক্তিম সুধায় ভরা
এ সুধায় আছে নন্দিত জীবন অনন্তকালের
একালের প্রশান্ত সুখ এবং মুক্তি ওকালের।

শহিদের রক্তে জ্বলে যে কুরআনের আলো
কাফিরের ফুৎকারে আরও বেশি জ্বালো
এ আলো নেভায় সাধ্য নেই কারও
জ্বালাও রক্তের আলো যত বেশি পারো

আজ রাত বিপ্লবের

শাহ মোহাম্মদ ফাহিম

আজ রাত নয় প্রেমের, কামের, বিরহের,
মুখ বুঝে সইবার কিম্বা নীরবতার,
আজ রাত বিপ্লবের,
গলা হাঁকিয়ে প্রতিবাদের,
বহু দিনের পরাজয় গ্লানি
মুছে যাবে আজ বিজয়ের শপথে ।
ধামালকোট বস্তির জাহিদ থেকে শুরু করে
সদ্য জন্ম নেয়া অস্তিত্বের বীজ,
বরিশালে রাত জেগে সিনেমার পোস্টার লাগানো রিকশাওয়ালা
কিম্বা নোংরা ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাওয়া সেই পাগল,
সবার কণ্ঠেই প্রতিবাদের সুর,
আজ বিক্ষুব্ধ সবাই ।
বিদ্রোহের পুরোভাগে
নির্ভীক তারুণ্যের দুর্জয় বিস্ফোরণ,
বহু বছরের স্তব্ধতার বিপরীতে
উদ্যমী আত্মার অবাধ্য কণ্ঠস্বর,
যেন সব বিদ্রোহী মেশিনগান,
নতুন দিনের পাঞ্জেরি-সিন্দাবাদ ।
আজ রাত বিপ্লবের,
নতুন যুগের ভ্রুণ রচিবার,
শত শাসনের নির্বাক কান্নার
প্রতিশোধ হবে আজকের অভিযান,
আলোর মশাল হাতে স্বপ্নের সূচনায়
লেখা হবে নতুন বিজয় ইতিহাস ।

লড়াই ঘোষণা

সোলায়মান আহসান

কী হবে মিথ্যে আশ্বাসে দিন গুণে
বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাকের
মানুষের জন্য কোনো ভালবাসা থাকে
হে বিবেকী মানুষ মুসলিম জনতা! যারা এখনো জেগে
আর বিলম্ব নয় যে যেখানে আছ
বিউগলের শব্দ শোনার আগেই কাতারবন্দি হও-
ধনতন্ত্রের পুজারিদের এবার মাথা ভেদ করো
গুঁড়িয়ে দাও শয়তানের সকল আস্তানা!
যারা মানুষের ঘাম রক্ত আর হাড় নিয়ে তেজারত করে
তাদের ললাটে ঝুলিয়ে দাও গজবের নিশানা
বর্ণবাদ আর সাম্প্রদায়িক পশুদের লাশের ওপর উড়াও নিশান!

কি সব জাতিসংঘ লীগ ওআইসি আবল-তাবল
ওসব দরজায় লাথি মেরে খুলে ফেলো দ্বার
যাদের কথা ছিল মানুষের নিরাপত্তা দেবে
ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে নিক্ষেপ করো আটলান্টিক সাগরে!

হে বিবেকী মানুষ! এখনো কেউ তোমরা চোখে ঠুলি বেঁধে?
মানুষ পরিচয়বিস্মৃত ঘুরছে স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে?
আর কালক্ষেপণ নয়, শোনো, শোক প্রস্তাবে খামোশ হয়ে না-
এবার তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াবে- মরবে এবং মারবে
তবেই মানবতা বাঁচবে- মানুষ পাবে বাঁচার অধিকার
বস্তুত এমন লড়াইয়ের জন্যই প্রভু তোমাকে পাঠিয়েছেন।

টিপু সুলতানের অসিয়ত

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

যে পথের শেষে অনন্ত প্রেম, তুমি সে পথেরই পথী
নিও না কখনও বিশ্রাম, যেন না থামে তোমার গতি
লায়লার মতো রূপসী নারীও সাথি হতে চায় যদি
ভুলে যাও তাকে, লক্ষ্য ভোলো না, ছুটে চলো নিরবধি।

তুমি কেউ নও, নিছক একটা ক্ষীণস্রোতা ছোট নদী
অসীম সাগর ডাকছে তোমাকে! দেখা পাবে, থামো যদি?
নদীতীরে সুখ, সে সুখ-আয়েশ তোমাকে যদিও ডাকে
উপেক্ষা করো, ‘আমি তো সাগরে যাব’- বলে দাও তাকে।

পৃথিবীর মোহে হারিয়ে যেও না, নিজেকে কোর না লয়
পৃথিবীকে নিয়ে মত্ত লোকেরা বোকা ছাড়া কিছু নয়
বোকাদের এই উৎসব থেকে তুমি শুধু দূরে থাকো
সংবেদনের মহাফেল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো।

সৃষ্টি হবার প্রথম প্রহরে জিবরিল যেন এসে
আমাকে প্রাণিত করেছে ভীষণ দামি এক উপদেশে:
যেই মানুষের হৃদয় বন্দি তার মগজের হাতে
সেই মানুষকে উপেক্ষা করো, নিও না কখনও পাতে।

বাতিলের আছে অনেক মুখোশ, অনেক রকম রং
হকের কিন্তু একটাই রূপ, হয় না জবরজং
দুয়ের মধ্যে মিলন হওয়াটা সম্ভব নয়, তাই
হক-বাতিলের মিশেল তোমাকে উপেক্ষা করা চাই।